আজকের কাগজ

তারিখ 24 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন—সন্ত্রাসঃ
এক আত্মঘাতী দানব সংস্কৃতি

মাত্র একদিন আগেই রাজশাহীতে ঘাতক জামাত-শিবির কর্তৃক হত রিমুর মৃত্যুর পর তার মা জেলেনা চৌধুরী উদ্বেগাকুল আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, রিমুই যেন হয় সন্ত্রাসের শেষ শিকার আর কোন মায়ের বুক যেন খালি না হয়। কিন্তু তার এই ব্যাকুল আবেদন সন্ত্রাসী শক্তির কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। দিন পেরুতে না পেরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অলক কান্তি পাল প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হলো। অলক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র এবং ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের সক্রিয় কর্মি। এই অলকই আবার ছিল ছাত্রলীগ নেতা বাদল হত্যার অন্যতম আসামী।

সন্ত্রাসের চলিষ্ণুতা এবং সন্ত্রাস যে সন্ত্রাসকে বেগবান করে তার প্রমাণ এই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু কোন হত্যাকাণ্ড, কোন সন্ত্রাসই সমর্থনযোগ্য নয়।- এ কথাটিও সকল মহল থেকে সকল সময় উচ্চারিত হলেও আমরা এখন কি নিশ্চিত হতে পারি না যে এমন এক বর্ণচোরা শক্তি এই সন্ত্রাসের পিছনে কাজ করছে যাদের সনাক্ত করা খুবই কঠিন। কিংবা সনাক্ত করা গেলেও তারা সামাজিক নীতি নৈতিকতা এবং আইন কানুনকে খুব একটা তোয়াক্কা করছে না। তাদের পেছনে এমন সহায়ক শক্তি রয়েছে যে শক্তির রয়েছে অমোঘ ক্ষমতা।

আমরা এর আগেও এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছি যে, সন্ত্রাস অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সংঘটিত হতে পারে কিনা? অথবা কোন রাজনৈতিক প্রশাসনিক পশ্চাৎ শক্তির মদদ ছাড়া চলতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা বা এদেশের জনগণ এখনও পায়নি। তবে একটা বিষয় সকলের কাছেই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, যে, এদেশে এক আত্মঘাতী দানব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে।

এ সংস্কৃতির উদগাতা স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম ব্যবসায়ী শক্তি হলেও, অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহও কমবেশি এর লালনকারী হয়ে উঠেছে, আর এ কারণেই একে এখন এদেশের রাজনীতির এক সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করতেই আমরা বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু এ সংস্কৃতি দানবীয় ও আত্মঘাতী, একই সঙ্গে স্ববিরোধীও। এদেশের জনগণের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং তাদের মূল্যবোধে স্ববিরোধী ব্যাপার হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির পাশাপাশি এই সন্ত্রাসী সংস্কৃতির চলিষ্ণুতা।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস এখন একই সঙ্গে রাজনীতি এবং তারুণ্যকে কলুষিত করেছে। এই বিভ্রান্ত-হিংস্র তারুণ্যকে লালন করে এই দেশ কতটা এগোতে পারবে সেটাই এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই সন্ত্রাসকে লালন করে এদেশের রাজনীতিক শক্তিসমূহ শুধু যে বর্তমানকেই কলুষিত করছে তা নয়, এদেশের ভবিষ্যতকেও করে তুলছে প্রচণ্ড বিপদসংকুল। এই দানব সংস্কৃতি আমাদের এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্র শক্তির কর্ণধাররা এ অবস্থাটাকে উপলব্ধি করতে পারবেন আশা করি। তাদেরকে অবশ্যই সন্ত্রাস দমন করার ক্ষেত্রে যে কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এ কাজে সকলের ব্যাপারে সমনীতি গ্রহণই হবে বাঞ্ছনীয়।